131

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ॥ নৈতিক শিক্ষা দূর করতে পারে

ভবেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী

নিরপরাধী হয়ে শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। যতক্ষণ না সে বুঝবে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ ততক্ষণ তাকে অপরাধী বলা যাবে না। শিশু যখন কৈশোরে পদার্পণ করে তখন তার ভাল-মন্দ বোঝার বোধ শক্তি হলেও সে সময় তার অন্তর্দৃষ্টির এবং বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। হয় না বলে সে স্বাধীনভাবে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ করতে পারে না। তার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের জন্য সে নির্ভর করে তার পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনের নির্দেশের ওপর। সে সময়টা হলো চরিত্র গঠনের মোক্ষম সময়। তখন থেকে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য।

আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতিবোধ শিক্ষার ক্যারিকুলাম নেই। ফলে ছাত্ররা তাদের লব্ধ জ্ঞান বাস্তবজীবনে অপপ্রয়োগ করছে হরহামেশাই। আজকের ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার। তারা সমাজের শিক্ষক, সমাজপতি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, আমলা, সংবাদসেবী। কিন্তু দুঃখ হয় ছাত্রজীবনে যারা ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদী, বাস্তবজীবনে তারাই হয় আপোসকামী। তাই সমাজে ১০০ ভাগ লোক শিক্ষিত হলে যে দেশের অগ্রগতি হবে তা মনে করার কারণ নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রত্যেক নাগরিক নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হবে।

ছাত্র জীবনে যখনই অন্তর্দৃষ্টি এবং বিচারবুদ্ধি বিকশিত হতে আরম্ভ করে তখনই একজন ছাত্র বা ছাত্রী নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে কিয়ৎ পরিমাণ সচেতন হয় এই সময়ে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে সে বাস্তব নিয়মকে নৈতিক নিয়মের অধীন করে তুলতে পারে। কারণ বাস্তবজীবন ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। এতে সমাজের অনাচার, অবিচার, অনিয়ম, মিথ্যাচার, চৌর্যবৃত্তি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদির পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, আত্মসংযম, সৎসঙ্গ, অনুতাপ, চুরির প্রবণতা সরে গিয়ে সৎ জীবনযাপনে আগ্রহী হতে দেখা যাবে।

নৈতিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দিচ্ছি এই কারণে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে ছেলে-মেয়েরা আসে। চঞ্চলমতি শিশুরা ভাল জিনিসের পরিবর্তে খারাপ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে আগে। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক শিশু যে সৎ-সচ্ছল পরিবারের পরিবেশ পাবে এমন নয়। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা ছাত্রদেরকে শিক্ষক একজায়গায় পান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিতে পারেন তাদের শিক্ষক। কোন নীতি বিবর্জিত কাজ যেন তাকে অভ্যাসে পরিণত করতে না পারে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিতে পারেন। নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। দৈনিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যহ বাধ্যতামূলক ১টি ক্লাস নৈতিক শিক্ষার জন্য নেয়ার ব্যবস্থাও করা যায়।

আজকের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলি, অনেকেই অবাধে অপরাধ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের জন্য বই-খাতা-কলমের বদলে অস্ত্রবাজি করছে। করছে সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর। জনগণের সেবক হিসাবে যারা ওপর তলায় অধিষ্ঠিত, সেই সব কর্তা ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র স্খলনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এজন্যেই দেখি বিসিএস প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিসিএস জুনিয়র ক্যাডারদের নৈতিক শিক্ষার ক্লাসে তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। ব্যবসায়ীরাও সমাজের প্রতি তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন না। রাজনীতিবিদরা দেশ প্রেমের বদলে নীতিবিগর্হিত আচার-আচরণ করে যাচ্ছেন। সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যেও অনেকেই ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। আসলে নীতিবোধ একধরনের শিক্ষণীয় ব্যাপার। মানুষের জন্মলগ্নে এই বোধ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। চলার পথে এই বোধ ক্রমশ বিকশিত হয়। তবে এই বিকাশের জন্য চাই পরিচর্যা। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর পরিচর্যা কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিতে পারি আমরা। এতে যে দেশটা স্বর্গ হবে তা মনে করি না। কারণ এখানে দরিদ্রতার প্রশ্ন জড়িত। তবুও ন্যায়-অন্যায়ের একটা ভারসাম্য রক্ষা হয়ে এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আজ দেশে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নেই বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নৈতিকতারই অংশ। নৈতিকতার মধ্যে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা অন্তর্নিহিত। ফলে কোন লোক নৈতিক আদর্শে শিক্ষিত হলে তার দ্বারা অপকর্ম হবে না। বিবেকের তাড়নায় সে জবাবদিহি করবে নিজেরই কাছে তখন তার কাজের স্বচ্ছতা আপনাআপনিই তৈরি হবে।

সুতরাং এখন থেকে আমাদের দেশে ছাত্রদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তি গড়ে তুলতে হলে প্রাইমারি শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষার ক্যারিকুলাম থাকা দরকার।